Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 30–37
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

পুরুলিয়ার ভাদু পুজো ও ভাদু সংস্কৃতি

শম্ভু সিং পাতর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: shambhu.singpatar@gmail.com

Keyword
লোকসমাজ, নারীসংস্কৃতি, কিংবদন্তি, গ্রামীনসংস্কৃতি

Abstract
পুরুলিয়া জেলার একটি অন্যতম প্রধান লোক উৎসব ভাদু পুজো। ভাদ্রমাসে এই পুজো হয় বলে এর নামকরণ ভাদু। কাশীপুরের রাজবাড়ির কন্যা ভাদুর স্মৃতিরক্ষার্থে ভাদু পুজোর প্রচলন হয়। নারী সমাজই ভাদুর উপাসনা করে এবং তাদের রচিত গানের দ্বারাই ভাদু পূজিতা হন।গান গুলির দ্বারা গ্রামীন সংস্কৃতি ,নারী সংস্কৃতির একটা পরিপুর্ণ চিত্র উদ্ভাসিত হয়।

Discussion
পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী একটি জেলা পুরুলিয়া। পুরুলিয়া শব্দটির সঙ্গে সম্পদের একটা আন্তরিক যোগ আছে; তা পুরুলিয়া শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। গবেষকের মতে,

> *"পুরুলিয়া শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা বংশের অন্তর্গত তামিল ভাষা থেকে এসেছে। এর স্থানীয় উচ্চারণ পুরুলাই; পুরুল শব্দের অর্থ হলো সম্পদ; আর স্বার্থিক প্রত্যয় 'ইল্লিয়া'র অর্থ হলো এটা কি সম্পদ হতে পারে না। অর্থাৎ এই স্থানটি কি সম্পদের কেন্দ্র হতে পারে না।"*[১]

পুরুলিয়া জেলাটিতে ভূমিরূপের বৈচিত্রময়তার পাশাপাশি খনিজ সম্পদ (কয়লা, আকরিক, অভ্র) বনজ সম্পদ (ভেষজ উদ্ভিদ, বন্য প্রাণী, নানা মূল্যবান গাছ) ইত্যাদিতে ভরপুর। শুধু তাই নয়, সীমান্তবর্তী বিভিন্ন সম্পদের আকরভুমি এই জেলাটি লোকসংস্কৃতির পীঠস্থানও বটে- তা গুনিজন মাত্রই স্বীকার করেছেন। লোকায়ত সমাজের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। লোকায়ত সমাজের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের ফলেই সৃষ্টি হয় লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। লোকসংস্কৃতির উপাদান নির্ণয়ে গবেষকদের নানা মতভেদ রয়েছে। দুলাল চৌধুরী লোকসংস্কৃতির আলোচনায় লোকসংস্কৃতি কে ২৪ টি ভাগে ভাগ করেছেন। এগলি হলো—

> *"ছড়া, গীতি/গান, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, কথা-রূপকথা, উপকথা, পুরান কথা, ইতিকথা ও ব্রতকথা, গীতিকা /গাঁথা, লোকনৃত্য, লোকউৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা, আচার, মন্ত্র, তন্ত্র, লৌকিক দেবদেবী, লোকনাট্য, .লোকশিল্প, .লোকভাষা, লোকাচার, লোকবিশ্বাস-লোক সংস্কার, লোক দর্শন, লোকক্রীড়া, লোক ঔষধ/লোক চিকিৎসা, কিংবদন্তি লোকবাদ্য,লোক অলংকার,সজ্জা, লোকচিত্র,লোকমান, লোক ঐতিহ্য।"* [২]

গবেষক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত উপাদান গুলিকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ১৪ কি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

> *"১.ছড়া ২.প্রবাদ ৩.ধাঁধা, ৪.গীতিকা/গাঁথা, ৫.লোককথা/রূপকথা, ৬.লোকউৎসব-মেলা,লোকদেবদেবী, ৮.লোক বিশ্বাস,মন্ত্র-তন্ত্র, ৯.লোক চিকিৎসা ও লোক ওষুধ, ১০.লোক জাদু ও ক্রীড়া, ১১.লোক শিল্প ও চিত্রকলা, ১২.লোক দর্শন, ১৩.লোকনাট্য, ১৪.লোক বিজ্ঞান ও কারিগরি।"*[৩]

পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতিও উপরোক্ত লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলির মতোই ভাগ করা হয়ে থাকে।লোক সংস্কৃতির আকরভূমি পুরুলিয়া জেলাতে লোক উৎসব-মেলার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখা যায় ।সেগুলি হল ভাদু,টুসু ,ইঁদ ,ছাতা ও করম। উৎসবের সৃষ্টি হয় নিজের ঐতিহ্য-পরম্পরাকে ধরে রাখার জন্য,আর লোকসমাজের নিজের নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মনোভাবকে সমবেত হয় তখন লোক উৎসব হয়।

ভাদুর উৎস ও ভাদু দেবীর পরিচিতি : পুরুলিয়ার একটি অন্যতম প্রধান লোক উৎসব ভাদু পুজো। কারন ভাদু উৎসবে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ভাদু সময়কাল সাধারনত ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন ভাদু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ভাদু উৎসবের অবসান ঘটে। ভাদু উৎসব নারী সমাজের উৎসব, পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে না।

নারীসমাজের গানই এর মন্ত্র এবং গানের দ্বারাই নারী সমাজ তাদের কামনা-বাসনার কথা ভাদুর কাছে প্রার্থনা করে। ভাদু দেবীর নৈবেদ্য থাকে গজা, মন্ডা, মিঠাই খাজা ইত্যাদি। ভাদু মূলত কৃষির দেবী। পুরুলিয়া জেলার অপর একটি জনপ্রিয় লোক উৎসব টুসু। ভাদুর তুলনায় অনেক প্রাচীন। সাধারনত টুসু উৎসবের অনুসরনেই ভাদু উৎসবের পরিকাঠামো। তাই টুসু উৎসবের মিল অনেক বেশি, অমিল খুব সমান্যই। টুসু উৎসবের মুল অনুষ্ঠান যেমন পৌষ সংক্রান্তিতে, ভাদু উৎসব ও তেমনি ভাদ্র সংক্রান্তির উৎসব। অনেক টুসু গানই অপরিবর্তিত ভাবেই ভাদু গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টুসু গানের প্রভাব ভাদু গানের উপর পড়েছে। উভয় উৎসবই নারী সমাজের উৎসব,গান তার প্রধান পটভুমি। পুরুলিয়ার এই দুই জনপ্রিয় উৎসব গুলির মধ্যে কেবল পার্থক্য রয়েছে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

ভাদু পুজোর উৎস কবে থেকে তা জানা যায়নি। আর তা জানতে হলে আমাদের লোকসমাজে প্রচলিত নানা কিংবদন্তির উপর নির্ভর করতে হয়। পুরুলিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশের জনপ্রিয় লোক দেবী ভাদু পুজো নিয়ে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কিংবদন্তি গুলির বিষয়ানুসারে সাধারণ তিন ভাগে ভাগ করা হয়।
যথা- ক. রাজবাড়ি কেন্দ্রিক খ. কৃষি কেন্দ্রিক, গ. অন্যান্য বিশ্বাস কেন্দ্রিক।

ক. রাজবাড়ি কেন্দ্রিক :

১. পঞ্চকোট রাজবংশের রাজা নীলমণি সিং দেও। বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য পঞ্চকোট রাজবংশের রাজধানী কাশীপুরে স্থানান্তরিত হয়। সেখানেই রাজরানী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। রাজকন্যা দেখতে খুব সুন্দর হয়। রাজা কন্যাটির নাম দেন ভাদু রানী বা ভদ্রেশ্বরী।দেখতে দেখতে কন্যাটি অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠলো। তাঁর রূপের মহিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রাজা নীলমণি চিন্তিত হয়ে পড়েন এই মেয়ের বিবাহ যোগ্য পাত্রের জন্য। ক্রমে ক্রমে রাজকন্যা ভাদু ভরা যৌবনে পা দিলো। রাজা-রানী, মন্ত্রীপরিষদ, আত্মীয় স্বজন সবাই হা -হুতাশ করতে লাগলো কি হবে। এমন সময় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।ভাদুর অকাল প্রয়ান হয়। সবাই শোকে কাঁদতে লাগলো। রাজা দুঃখ ভুলতে না পেরে ঘোষনা করলেন সকলের ঘরে ভাদু রানীকে জীবিত রাখা হোক। ভাদু রানীকে সবাই মিলে ভক্তি করো এবং গানের দ্বারা পূজা করো। সমস্ত প্রজা রাজার এই প্রস্তাব মেনে নিলো এবং ভাদু উৎসবের সূচনা হলো।
২.পঞ্চকোট রাজ বিশম্ভর শেখরের কন্যা হলো ভাদু রানী বা ভাদু। একদিন রাজা শিকারে গিয়ে ফিরে এলেন না। রাজার বিরোধী পক্ষের লোক প্রচার করে দেয় যে রাজা মারা গেছে। এই বার্তা শ্রবন করে রাজ কন্যা ভাদু আত্মহত্যা করেন। ভাদু ছিলে দেখতে খুব সুন্দরী এবং সকলেরই প্রিয়। ভাদুর স্মৃতিকে হৃদয়ে রাখার জন্যই রাজা রাজ্যে চালু করেন হলো ভাদু উৎসব।

৩. কাশীপুর রাজবাড়ির এক কন্যা এক নিম্নবর্ণের যুবকের সঙ্গে প্রনয়াসক্ত হয়। এই সম্পর্ক রাজা কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। রাজকন্যা ভাদু কোন উপায় না দেখে আত্মহত্যা করেন। ভাদুর স্মৃতিকে নিয়ে রাজা রাজ্যে উৎসব শুরু করলেন। যার নাম ভাদু উৎসব।

৪. প্রাচীন কালে পাঁচেত রাজার এক কন্যা ছিল। কন্যা বিবাহ যোগ্য হওয়ার তার পাত্র নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সুযোগ্য পাত্র না পাওয়ার অবিবাহিত কন্যা দুঃখে আত্মহত্যা করেন। আর এই কন্যার স্মরনার্থেই ভাদু উৎসবের সূচনা।

৫. কাশীপুর রাজপরিবারে একটি অপরূপা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার নাম ভদ্রেশ্বরী বা ভাদু রানী। রাজা বহু জায়গায় সন্ধান করে এক সুযোগ্য পাত্রের সাথে বিবাহ ঠিক করেন। কন্যার বিবাহের দিন পাত্র বিবাহ করতে আসার পথে ডাকাত আক্রমনে পাত্র নিহত হন। এই দুঃসংবাদ পেয়ে ভাদুরানি আত্মহত্যা করে। রাজা দুঃখে শোকে কাতর হয়ে পড়লেন। রাজা কন্যার অকাল মৃত্যুর স্মরনে রাজ্যে ভাদু উৎসব পালন করার নির্দেশ দেন। এরপর রাজ্যে চালু হলো ভাদু উৎসবের।

৬.পঞ্চকোট রাজ গরুড় নারায়নের ভগিনী ভাদু। ভাদুরানী কৃষ্ণকে খুব ভালোবাসো। ভাদুরানী পঞ্চকোট পাহাড়ে একাকী বসে থাকত। রাজকর্মচারীরা কন্যার এই নিঃসঙ্গ বাস ভালো চোখে দেখতো না এবং তাদের চক্রান্তে একদিন ভাদুর হত্যা হলো। এলাকায় রটিয়ে দেওয়া হলো কৃষ্ণের বিরহে ভাদু আত্মহত্যা করেছে। এরপর রাজ্যে শুরু হলো ভাদু উৎসব।

খ. কৃষি কেন্দ্রিক কিংবদন্তি :

১. প্রাচিন মানভুমের সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গলাকৃত এলাকায় সঁওয়া, গুদলু, মাঁড়ুয়া ইত্যাদি জাতীয় ফসলের চাষ করা হতো এবং ভাদই নামে একপ্রকার ফসলের চাষ করা হতো।ভাদই ফসল ছিল কৃষকদের খুব প্রিয়। একবছর ভাদ্র মাসে বৃষ্টির অভাবে ভাদই ফসলের খুব ক্ষতি হয়। ফলে সকল পরিবারে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই জন্যই কৃষক পরিবার গুলি একদিন এক খোলা মাঠে একত্রিত হয়ে কৃষি দেবীকে মানসিক (মানত) করে এবং আগামী বছরের জন্য ভালো ফসল কামনা করে। এই কামনার সময় মহিলারা এক প্রকার গান বাঁধেন যা ভাদোই ফসলের গান নামে পরিচিত। কালান্তরে তা পরিবর্তিত হয়ে সকলের কাছে ভাদু গান নামে পরিচিতি লাভ করে।

২. একসময় পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা বাবুই ঘাস চাষ করতো। এই ঘাস থেকে দড়ি তৈরী করে তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো।বাবুই ঘাসের ফসল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কৃষকেরা বাড়িতে তুলত। এই আনন্দে আদিবাসীরা এক ধরনের গান গাইতো যা বাবুই গান নামে পরিচিত। এটাই পরবর্তীকালে বাবোই ফসলের গান, ক্রমে বাবোই গান থেকে ভাদোই গান এবং আরো পরিবর্তিত হয়ে ভাদু গান হয়।

৩. ব্রিটিশ শাসনকালে শিল্পের অগ্রগতিতে রানিগঞ্জ অঞ্চলে বড় বড় কয়লা খনি তৈরী হয়ে। ভয়ে এখানকার বাউরি বাগদি সমাজ গড়পঞ্চকোটের জঙ্গল এলাকা পরিস্কার করে বসবাস করতে থাকে। প্রথমে আউস ধান চাষের প্রচলন হয়। এই ধান ভাদ্রমাসে পাকতো বলেই একে ভাদোই ধান বলা হতো। আর এই ভাদোই ধানের উৎসবই হলো নবান্ন উৎসব। আর এর গানই হলো ভাদু গান।

গ. অন্যান্য বিশ্বাস কেন্দ্রিক :

১. ভাদু ছিল বাউরি বাগদি সমাজের জননেত্রী। বাউরী-বাগদি সমাজের বিপদে আপদে সবসময় পাশে থাকতেন। রাজা জমিদার মানুষজন দরিদ্র মানুষের উপর অত্যাচার করলে ভাদু দরিদ্র মানুষের পক্ষাবলম্বন করতেন। কোনো জনগণের সমস্যার সমাধান করতে না পেরে ভাদু আত্মহত্যা করেন।এই বিদ্রোহিনী কন্যার স্মরনার্থেই ভাদু উৎসবের সূচনা হয়।

২. মানভুমের ভাদ্রমাসের শুক্ল সপ্তমীতে ললিতা সপ্তমী ব্রত করতো। এই ব্রত একান্ত ভাবে নারীদের। এই ব্রতের কথাই হল ভাদু গানের উৎস আর এই ব্রতের অনুষ্ঠাটিই পরবর্তীকালে ভাদু উৎসব।

৩. পশ্চিম বর্ধমান ও সীমান্ত বর্তী বীরভূম এলাকায় ভাদ্রমাসে ভাঁজো ব্রত পালন করা হয়। এটাই পরবর্তীকালে ভাদু উৎসব।

কিংবদন্তি গুলোর সত্যতা কতটুকু তা নিয়ে সংশয় হতেই পারে। কিন্তু লোকসমাজে এই সব কিংবদন্তি গুলো পরম্পরায় চলে আসছে। এগুলোর দ্বারাই গ্রামীন সংস্কৃতি সজীব আর এই সব লোককথাগুলোর দ্বারাই ভাদুর উৎস নির্ণয়ে যে কতখানি গুরুত্ব রয়েছে তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভাদু পুজো পুরুলিয়া জেলার সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না। এই জনপ্রিয় লোক উৎসবে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ অর্থাৎ তফসিলি জাতি, উপজাতি, ব্রাক্ষন কায়স্থ সবাই অংশগ্রহন করে। বর্তমানে ভাদু পুজো বা ভাদু উৎসব পুরুলিয়ার কিছু কিছু ব্লকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ কাশীপুর, হুড়া, পুঞ্চা, সাঁতুড়ি, নিতুড়িয়া, রঘুনাথপুর ১ ও ২, মানবাজার ও পাড়ার গ্রামে গ্রামে ভাদ্র মাসে ভাদু পুজো হয়। পুরুলিয়ার বাকি ব্লকগুলিতে টুসু পরবের প্রচলন থাকায় সেইজাইগা গুলিতে ভাদুর তেমন একটা চল নেই।

ভাদু নারীপ্রধান উৎসব এবং উৎসবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নারীদের মূখ্য ভূমিকা থাকে। সাধারনত কুমারী মেয়ের প্রধান ভূমিকা থাকলেও,অন্যান্য বয়সের মেয়েরাও এতে যোগদান করে। তরুনী, সধবা-বিধবা, বৃদ্ধা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

আমরা আগেই বলেছি ভাদু পুজো শুরু হয় ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে এবং শেষ হয় সংক্রান্তিতে অর্থাৎ শেষ দিনে।প্রথম দিনে পাড়ার সকল মেয়ে একত্রিত হয়ে স্নান করে বাড়ির কোন কোনে কিম্বা কুলুঙ্গিতে বা কাঠের চৌকির উপর ফুল,দূর্বাঘাস ছড়িয়ে, আল্পনা এঁকে ভাদু দেবীর প্রতিষ্ঠা করে।কেউ কেউ ছুতোর কে দিয়ে মূর্তি বানিয়ে নেয়। অনেকেই আবার ভাদ্র সংক্রান্তির এক সপ্তাহ আগে মূর্তিও নিয়ে আসে। প্রতিদিন পাড়ার মেয়েরা একত্রিত হয়ে গান গেয়ে থাকে।গানই হচ্ছে ভাদুর মন্ত্র। গানগুলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একত্রিত হয়ে মেয়েরা মাদুর পায়ে অর্ঘ্য হিসেবে মড়ি,চিনি,চালভাজা,ভূট্টা ইত্যাদি অর্পণ করে। সংক্রান্তির দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই গানের মহলে উপস্থিতির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

এরপর সংক্রান্তির দিন চলে আসে। সংক্রান্তির দিন হলো ভাদুর চলে যাবার দিন। অর্থাৎ বিসর্জনের দিন।ঐ দিন সকাল থেকে নারীদের ব্যস্ততা দেখা দেয় এবং তারা গোবর লেপে বাড়ির সমস্ত স্থান শুদ্ধ ও পরিস্কার করে। ভাদু দেবীর স্থানটিকে রঙিন কাপড়,লাইট,ফুল দিয়ে সাজানো হয়। আবার কেউ কেউ আলতা, সিঁদুর এনে ভাদু রানীকে সাজিয়ে দেয়। অনেক মেয়েই মিঠাই ,খাজা, গজা,জিলিপি,ইত্যাদি নিয়ে আসে। সেগুলো নৈবেদ্য হিসেবে ঝুলিয়ে রাখা হয়।ভাদু পুজোয় শালুক ফুল আবশ্যকীয়। শালুক ফুল ছাড়া ভাদুর পুজা অসম্পুর্ণ। এ নিয়ে একটি অত্যন্ত প্রচলিত গান রয়েছে-

"ভাদর মাসে আলে ভাদু
কোন ফুল আর ফুটে না
শালুক ফুলে করব পুজা
ওগো মনে দুঃখ করোনা।"

ভাদ্র মাসে সীমান্ত বাংলার গ্রামাঞ্চলের জলাধার গুলো পরিপূর্ণ থাকায় শালুক ফুলের ফলন লক্ষ্য করা যায়। হাতের কাছে প্রাপ্ত ফুল শালুক ফুল দিয়েই ভাদু পুজিতা হন।এই সময়ের এই অঞ্চলের অন্যান্য দুএকটি পুজোতে বিশেষ করে জিতা,করম-এ শালুক ফুল দিয়ে পুজো না হলেও পুজোর স্থানটিকে সাজানো হয়। কোথাও কোথাও সংক্রান্তির দিন মেলা বসে।

সংক্রান্তির দিন ভোর থেকে সকলের মন বিষন্নতায় ভরে যায়। এই বার প্রানের ভাদুকে যেতে দিতে হবে। তাদের যেতে দিতে মন যায় না,তবু যেতে দিতে হয়।গ্রামের পাশ্ববর্তী কোনো নদী, পুকুর বা অন্য কোনো জলাধারের এক বুক জলে ভাদু রানীকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়। এভাবেই ভাদু পুজোর অবসান ঘটে।

ভাদু সাধারনত কৃষির দেবী হলেও এই লোকদেবীর কাছে সন্তানহীন নারী সন্তান লাভের জন্য কামনা করে বা মানসিক (মানত) করে।ঐ মায়ের কাছে প্রার্থনা করে পরবর্তী কালে আমার সন্তান লাভ হলে আমি ও আমার পরিবার ভাদু পুজো করবে।এই ভাবে ভাদু পুজো প্রসারিত ও প্রচারিত হয়।

ভাদু পুজোর সংকট ও উত্তরনের উপায় : বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে ভাদু পুজোর নানা কারণে কমে আসছে।সমগ্র পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে একফসলি চাষ হয়ে থাকে।এটাই একমাত্র ভরসা মানুষের।ভাদ্রমাসে ভাদু পুজো হয়। বর্ষাকালে চাষের খরচের জন্য মানুষ তার অর্জিত অর্থ ব্যয় করে। ফলে অর্থাভাবে অনেকেই পুজো করতে আগ্রহী নয়। বর্তমানে অধিকাংশ মেয়েরাই পড়াশুনতে আগ্রহী ফলে পড়াশুনা ফাঁকি দিয়ে পুজো করতে আগ্রহী নয়।ভাদু পূজোতে নৈবেদ্য হিসেবে খাজা,গজা, জিলিপি ইত্যাদি দেওয়া হয়। এগুলোর দ্রব্ মূল্য বৃদ্ধি । অনেকের সামর্থ হয়ে উঠে না। এছাড়াও বিশ্বায়নের কারনে সবার হাতে হাতে অ্যানরয়েড ফোন। ফোনের মাধ্যমে তারা নানা বিনোদন উপভোগ করে। ফলে এক জায়গায় স্থির থেকে অনেকটা সময় ধরে অনীহা প্রকাশ করে যুবতীরা।

টুসুর মতোই ভাদুও পুরুলিয়ার জনপ্রিয় লোক উৎসব।কারন এই উৎসবে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্নত জীবনযাপন করছে এবং সংস্কৃতিও নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। বর্তমান সময়ে ভাদু উৎসব কিছুটা হয়তো অবক্ষয় হয়েছে; কিন্তু পুরোপুরি হবে একথা আমরা বলতে পারি না। আমরা যদি কিছু কিছু উপায় অবলম্বন করি, তাহলে জনপ্রিয় লোক উৎসব ভাদু তার মৌলিকতাকে বাজায় রাখতে পারবে এবং সরকারী উদ্যোগে ভাদু শিল্পি দের ভাতার ব্যবস্থা ও পুরষ্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করলে অনেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ভাদু ডিপ্লোমা কোর্স চালু করলে ও ভাদু নিয়ে গবেষণা করলে ছাত্রাছাত্রিরা যেমন ভাদু সম্পর্কে, অতীত সম্পর্কে জানবে তেমন ভাদুও সংরক্ষণ হবে।এছাড়াও গ্রামে গ্রামে ভাদু লোকমেলার আয়োজন করতে হবে।

ভাদুগানে লোকজীবন : ভাদু গানের গ্রামের মধ্যে পাড়ার একটি বাড়িতে ভাদু দেবীর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিদিন রাত্রে পাড়ার মেয়েরা একত্রিত হয়ে ভাদু গান করে। গানই হচ্ছে ভাদু পুজোর মন্ত্র এবং গানের দ্বারাই ভাদু পূজিতা হন। গানগুলো নারী সমাজের দ্বারাই রচিত এবং গানগুলোর কোনো নির্দিষ্ট বিষয় থাকে না। গানগুলিতে নারী সমাজের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্খা আচার আচরণ, সামাজিক সংস্কার, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার পাশাপাশি উঠে আসে খাদ্য, আসবাবপত্র,পশু-পাখিও। এক কথায় বলা চলে গানগুলোর মধ্যে গ্রামীন সংস্কৃতির নানা কথাই অকপটে পরিস্ফুটিত হয়।

গ্রামাঞ্চলে আত্মীয় স্বজন মাঝে মধ্যে এসে থাকে কুটুম্বিতার জন্য। বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলে পান সুপারি দেওয়ার রীতি ছিল। তা ভাদু গানের দ্বারা আমরা পেয়ে থাকি-

"বাড়ির নাময় নারকেল গাছটি
ঘটি ভরে জল দিব
একটি নারকেল খসে গেলে
তারে চিঠি পাঠাব
চিঠি পাঠায় ঘোড়া পাড়ায়
জামাই বাবুর বড় বাহারি
বসতে দিব শীতল পাটি
খাতে দিব পান সুপারি।।"[৪]

প্রতিটি গ্রামেই বিভিন্ন জাতির মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। তাদের পেশা আলাদা হলেও ভাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হয়ে সুখে-দুঃখে একসঙ্গে বসবাস করে। উৎসব প্রবণ গ্রামীন সমাজে অনুষ্ঠানাদিতে মিষ্টান্ন দ্রব্যের প্রয়োজন হলে ময়রা জাতির

পুরুষ মানুষের ডাক পড়ে। এরকমই একটি গানে ময়রাকে বলা হয়েছে ভাদু শ্বশুর বাড়ি যাবে তাই তাড়াতাড়ি মিষ্টান্ন দাও-

"দে রে ময়রা মন্ডা মিঠাই জিলাপি
আমার ভাদু যাবেক শ্বশুর বাড়ি মুদালি।।"[৭]

গ্রামীন সমাজে সংসারের কার্য চালানোর জন্য কুলা,খাঁচি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই এগুলো থাকে।এই সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান দেয় ডোম জাতির মানুষেরা এবং দ্রব্য গুলো বিক্রি করে তাদের সংসার চলে।প্রয়োজনীয় কুলা,খাঁচি ক্রয়ের প্রসঙ্গও একটি বলা হয়েছে-

"ভাদু মা কাশীপুরের হাটে যাব।
খাঁচি কুলা ডোম বুড়ির কাছে লিব।।"[৮]

আসবাবপত্র নির্মাণ করে ছুতোর জাতির মানুষেরা।তারা মানুষের প্রয়োজনীয় নির্দেশ অবলম্বনে আসবাবপত্র,মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করে দেয়।ভাদু যাবে শ্বশুর বাড়ি এবং সঙ্গে নিয়ে যাবে একটি পালঙ্ক।তাই পালঙ্ক তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ছুতোর কে-

"অ-ছুতার ভাই অ-ছুতার ভাই।
ভাদু যাবেক শ্বশুর ঘর পালঙ্ক চাই।।"[৯]

শুঁড়ি জাতির পেশা হলো মদ চোয়ানো এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামের শুঁড়ি ভাটি খানায় কিছু কিছু মানুষ জন মদ্যপান করার জন্য প্রতিনিয়তই থাকে। সেখানে সম্পর্কে ভাসুর, দেওয়র প্রভৃতি মানুষ জন থাকে। তাই ভাদুকে ঘোমটা নিয়ে যেতে বলা হয়েছে গানে।গ্রামে বধূরা ভাসুরের সামনে ঘোমটা নিয়েই উপস্থিত হয়, একটি সংস্কার।যেমন একটি গানে রয়েছে-

"উঃ কুলহির রাস্তায় যাইও না ভাদু
শুঁড়ি ভাটিখানা আছে।
নাময় কুলহির রাস্তায় যাবে
ভাসুর থাকলে ঘোমটা নিবে।।"[১০]

কিছু কিছু গানে চাষ-বাসের প্রসঙ্গও লক্ষ্য করা যায়।একটি গানে রয়েছে-

"ভাদু ভাবিস ক্যানে
পাঁচ বিঘা জমি চাষ করেছি এই সনে।" [১১]

আবার একটি গানে গ্রামীন সংস্কারের প্রসঙ্গ বিদ্যমান। সন্তানকে অশুভ শক্তির ছায়া না পড়ে এই জন্যই সন্তান কোনো স্থানে বের হলে কপালে হাতের ফোঁটা দেয়।গানটিতে রয়েছে--

"কপালে নিয়ে যাবে গ মায়ের হাথের ফোঁটা।
শ্বশুর শ্বাশুড়ির ঘরে না শুনিবে গ খোঁটা।।" [১২]
(হাথের-হাতের, খোঁটা-কটুক্তি)

আগেই বলেছি ভাদু গান গুলোতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় থাকে না।গ্রামীন সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল গরু। প্রতিটি বাড়িতেই থাকে এবং গরুর দ্বারাই কৃষিকাজ করা হয়। এরকমই প্রসঙ্গ আমরা পাই একটি ভাদু গানের যেখানে গৃহপালিত পশু গরুর কথা আছে--

"অ-ভাদু গরু গোয়ালে যাও না গ।

বড় ভাসুর গোয়ালে আছে গ।।" [১১]

পুরুলিয়ার একটি অন্যতম লোকউৎসব ছাতা পরব।যা ভাদ্র মাসে হয়ে থাকে।এই সময় নতুন পোশাকের পরিধানের জন্য উৎসুক হয়ে থাকে মানুষ জন।নারী সমাজ তাদের মনের আকাঙ্খার প্রকাশ দেখা যায় গানে-

"অ-ভাদু ই বছর ছাতা পরবে।
শিলিক শাড়ি আর সায়া লিব গরবে।।" [১২]

ভাদ্র মাসে ভূট্টা ফসল হয়,তাল গাছ গুলোতে তাল পাকে। এগুলো গ্রামের মানুষ জন ভাদ্র মাসে খেয়ে থাকে।তাই হয়তো একটি গানে আছে-

"ভাদর মাসে গাদর জনার গ।
অ-ভাদু হামরা তালের বড়া খাবো।।" [১৩]

আবার একটি গানে দেখা যায় বৌদি তার দেওয়রকে ঠাট্টা করে বলেছে আমার দেওয়র অলস এবং সে তেল-মুড়ি খাই। আসলে বৌদি-দেওয়রের সম্পকটিই হচ্ছে হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক। গানটিতে -

"অ-ভাদু আমার দেওয়র বড় খুড়হি।
খায় শুধু তেল সানা মুড়ি।।" [১৪]
(খুড়হি-অলস, সানা-মেখে)

ভাদু উৎসবের কেন্দ্র স্থলে ভাদুর অবস্থান তাই ভাদুর বাল্য কৈশোরের নানা প্রসঙ্গ ,তার নানার আচার আচরণ নিয়ে গানগুলোর বিষয়। এরকম কিছু গানের উদাহরণ হলো-

"থুপকি থুপকি পা-গো ভাদুর...
কি বা চুটকি সাজেছে
গজমতী হার গো ভাদুর
কলঙ্গায় তুলা আছে।" [১৫]

বাল্য বয়সে ভাদু সদ্য হাঁটতে পেরেছে,তাই তার সৌন্দর্যের বর্ধক অলংকার গজমতি হার বাবা মা ক্রয় করে কলঙ্গাতে রেখে দিয়েছে।

আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি লোকসঙ্গীতেই রাধা কৃষ্ণের অনুসঙ্গ নানা ভাবে পাই। পুরুলিয়ার জনপ্রিয় লোক সঙ্গীত ঝুমুরের গানের রাধা-কৃষ্ণের বিষয় নিয়ে আলাদা একটি ধারা বর্তমান, ভাদু গানও তার ব্যতিক্রম নয় কিন্তু ঝুমুরের মতো ভাদু গানে রাধা-কৃষ্ণের আলাদা কোনো ধারা নেই।এর থেকে প্রমানিত হয় বাংলার জনপ্রিয় প্রবাদ 'কানু বিনে গীত নাই'--এ কথা সত্য।দু-একটি ভাদু গানে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসেছে সাধারণ ভাবেই-

১. "কৃষ্ণকে বারন কর মা বাঁশি বাজাতে
নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভাদু রেখে দাও কলঙ্গাতে।" [১৬]
(কলঙ্গাতে: মাটির বাড়ির দেওয়ালে ছোট আলমারি)

২.কৃষ্ণের গলে পস্তর মালা
ধুতি বই আর সাজে না
মা হয়ে বারণ করে
কারো বাড়ি যাইও না।" [১৭]

৪. "রাম রাম সীতা রাম
অ-কাল শশীঁ।

কদম গাছে হেলা দিয়ে কে বাজায় বাঁশি।" [১৮]

৫. "আগান বাগান ফুলের বাগান
এই তো ভাদুর বৃন্দাবন।
গন্ধ মন্ধ ফুল ফুটেছে
উঠে যেতে চাই না মন।।" [১৯]

ভাদু গান হলো লোকগান। লোকগান গুলিতে মানুষের মুখের ভাষাই প্রাধান্য লাভ করে থাকে।তাই গান গুলিতে লোকভাষার নানা নিদর্শন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে। একটি গানে রয়েছে--

"আগান বাগান ফুলের বাগান
সে বাগানে ফল ধরে
রোদের বেলা সে ফল খালে
গা-সুদ্ধ হেমাল করে।" [২০]
(খালে-খেলে, হেমাল-মাদসাক্ত - এগুলো লোকভাষার নিদর্শন)

ভাদু গানের ভাষা সহজ সরল, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত;গান গুলি মুখে মুখে রচিত। ফলে ভাদু গানের এই ভাষার মধ্যে লোকভাষার প্রয়োগের পাশাপাশি গ্রামীন সংস্কৃতির নানা রূপ প্রতীয়মান।

পুরুলিয়া জেলার মধ্যে প্রচলিত লোক উৎসব গুলির মধ্যে ভাদু অন্যতম প্রধান লোক উৎসব। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক বা বিশ্বায়নের কারনেই হোক অতীতের তুলনায় ভাদু উৎসবের জনপ্রিয়তা দিন দিন ক্ষীনয়ামান হচ্ছে।সামগ্রিক ভাবে ভাদু পুজোর (ভাদু উৎসব) জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকারি উদ্যোগে ভাদু শিল্পিদের শিল্পিভাতা প্রদান, অনেক সংস্কৃতি প্রেমি মানুষের নিজ উদ্যোগে, অনেকেই নিজের ঐতিহ্য-পরম্পরা টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাই,আবার গ্রামীন সমাজের নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাবে এই উৎসব করে থাকে। ফলে উৎসবের মধ্যে সময়ের প্রেক্ষিতে,যুগের প্রয়োজনে নানা ঘাত প্রতিঘাত এলেও পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির জনপ্রিয় লোক উৎসব ভাদু তার নিজস্ব মৌলিকতা ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. পুরুলিয়া জেলা লোকসংস্কৃতি পারিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ-৯৩
২. চৌধুরী, দুলাল, বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-২০
৩. মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, মূল্যবোধের বিকাশে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গসরকার, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০২১, পৃ-৪০

ব্যাক্তিঋণ :

১. ভুবনমোহন মাহাত, বয়স-৬৬, কাশীপুর
২. মমতা মাহতো, বয়স-৪৪, কুসুমজুড়িয়া, হুড়া
৩. মাধুরি বাউরি, বয়স-৪৭, বড়ইরগা, পাড়া